০৯-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের চেহারা সবসময় যেন হাস্যোজ্জ্বল হয়, কথায় সাহস আর তেজ(spirit) থাকে, তাহলে অন্যদের উপরে তোমাদের কথার প্রভাব পড়বে"

প্রশ্নঃ- বাবার এমন কোন্ দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে , যা কোনো মানুষ তা করতে পারে না?

উত্তরঃ- বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা বা পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানানো, এই দায়িত্ব হল বাবার । কোনো মানুষ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। যদিও সম্মেলন আদি করে, শান্তির পুরস্কার দেয় কিন্তু শান্তি স্থাপন তখনই হতে পারে যখন সে প্রথমে পবিত্রতায় থাকবে । পবিত্রতার দ্বারাই শান্তি আর সমৃদ্ধি মেলে। বাবা এসে এমন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন, যেখানে শান্তি থাকবে ।

গীতঃ- তুমিই মাতাপিতা.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনলো? ব্রহ্মার, সরস্বতীর নাকি শিবের? যখন বলে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই তখন অন্য আর কার মহিমা করা সম্ভব। যদিও ব্রাহ্মণ হল উচ্চ কিন্তু তার উপরে শিববাবা আছেন তাই না। উনি ছাড়া আর কারো মহিমা নেই। এখন অনেককে শান্তি পুরষ্কারও দেয়। এই দুনিয়ার সমাচারও শোনা প্রয়োজন। তোমাদের নতুন দুনিয়ার সমাচার বুদ্ধিতে আছে। এখন আমরা যাচ্ছি নতুন দুনিয়াতে। তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে একের ছাড়া আর কারো মহিমা নেই। বাবা বলেন আমিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাই। আমি না থাকলে তোমরা ব্রাহ্মণরা থোড়াই হতে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন শিখছ, বাবার থেকে বর্সা পাচ্ছ। শূদ্র তো বর্সা পেতে পারে না। তো বলিহার এক বাবারই আছে। যদিওবা রুহানি সেবাধারি ব্রাহ্মণেরও গায়ন আছে। দেবী- দেবতাদেরও গায়েন আছে। কিন্তু যদি শিববাবা
না থাকেন তবে এঁদের গায়ন কোথা থেকে আসে! গীতও আছে --আমার তো এক শিববাবা অন্য কেউ নয়। বর্সাও ওনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন আমি কোনো শান্তির পুরস্কার পাই না। আমি তো হলাম নিষ্কাম সেবাধারি। আমাকে কি পদক দেবে? আমাকে কি কোনো পদক দেবে! আমি উপহার কি করবো! কেউ সোনা আদির পদক বানিয়ে দেয় বা সংবাদপত্রে দেয়। আমার জন্য কি করবে? বাচ্চারা আমি তো হলাম তোমাদের বাবা । বাবার দায়িত্ব হল -- পতিতকে পবিত্র বানানো। ড্রামা অনুসার আমাকে সবাইকে মুক্তি- জীবন্মুক্তি দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি? যেরকম জনকের নাম আছে, আবার অনুজনকও হয়। এরকম এখানেও নাম আছে। যেমন কারো নাম লক্ষ্মী হয়। এখন তারা জীবনবন্ধতে আছে আর তোমরা এখন সত্য
লক্ষ্মী, সত্য নারায়ণ তৈরি হচ্ছ। ভারতেই এরকম নাম অনেকের আছে, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের এরকম নাম শুনবে না। ভারতে কেন রাখে? কারণ এর মাধ্যমে বড়দের স্মরণ করা হয় । তা না হলে পার্থক্য দেখ কত । এখানের লক্ষ্মী, নারায়ণ নামের মনুষ মন্দিরে গিয়ে সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে মাথা নত করছে, পুজা করছে। ওনাদের বলবে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ। নিজেকে শ্রী বলতে পারবে না। পতিত শ্রেষ্ঠ কি করে হতে পারে। ওরা বলবে আমরা হলাম বিকারী পতিত, আর এঁরা হলেন নির্বিকারী, পবিত্র । ওঁরাও মানুষ, অতীতে ছিলেন । এইসব কথা আর কেউ জানে না। তোমাকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আর সকল প্রকারের নির্দেশও দিচ্ছেন। এখন বিরাট রূপের চিত্রও থাকা দরকার। দেবতারাই শেষে এসে শূদ্র হয় । নানান বৈচিত্র্য আছে তাই না। অন্য কারো এরকম

বিরাট রূপ তৈরি হয়নি। ৮৪ জন্মও তোমরাই নাও। পূজ্য পূজারীও তোমরাই হও । এত এত পূজারীর জন্য তো পূজ্যও অনেক চাই । তো কত চিত্র বসে বানিয়েছে। হনুমানকেও পূজ্য বানিয়ে রেখেছে । তো বিরাট রূপের চিত্রও অবশ্যই আছে। হিসাব চাই তো । কোন্ হিসাবের দ্বারা আমরা ৮৪ জন্ম নিই। উপরে টিকিও অবশ্যই দেখাতে হবে। বিষ্ণুর রূপও ঠিক আছে কারণ এটা হল প্রবৃত্তিমার্গ । ব্রাহ্মণদের টিকিও পরিষ্কার করে বলা উচিত। চিত্র এত বড় হওয়া দরকার যাতে লেখাও যায়। তোমরা খুব সহজ ভাবেই বোঝাতে পারো । বাস্তবে বাবার পুরস্কার ইত্যাদি কিছুই পান না। পুরস্কার তোমরা পাও। পবিত্রতা, শান্তি আর সমৃদ্ধির রাজ্য তোমরাই স্থাপন করো । তোমরা বোঝাতে পারো-- আমরা এটা(রাজ্য)স্থাপন করছি। আমরা যে এত সেবা করি, তার পুরস্কার আমাদের প্রাপ্ত হয়, তা হল বিশ্বের বাদশাহী । কত সুন্দর বোঝার বিষয় এটি। এখানে শান্তি পুরষ্কার কেউ কি করে পাবে ? তোমরা লিখতে পারো যে আমরা পবিত্রতা, শান্তি আর সমৃদ্ধির রাজ্য ২৫০০ বছরের জন্য স্থাপন করছি শ্রীমতের দ্বারা । কিন্তু বাচ্চাদের এত নেশা হয়নি। নেশা কার হবে ? শিববাবার ? যাদের পুরো নেশা হয়, তারা ঐ নেশাতেই বোঝায় । প্রথমে তো নেশা ব্রহ্মার হয়, এইজন্য শিববাবা বলেন বাবাকে অনুসরণ করো । তোমাদেরও এরকম উচ্চ পুরুষার্থ করে এরকম হতে হবে । এই বাবা(ব্রহ্মা)বলেন আমি বাবার থেকে শিক্ষা পাচ্ছি । তোমরাও শিববাবাকে স্মরণ করো । আমরা তো হলাম
পুরুষার্থী। শিববাবা বলেন আমার কর্তব্য হল পবিত্র বানানো, এতে আমার মহিমা কি করবে। আমাকে পুরস্কার কি দেবে ? কেউ আমার এই কর্তব্য নিতে কি করে পারবে । আজকাল অনেকে শান্তি পুরস্কার পেয়ে থাকে । তো তোমরা রায় দিতে পারো-- আপনি শান্তি স্থাপন করতে পারবেন কি ? শান্তি স্থাপন করবার জন্য তো একই বাবা আছেন । প্রথমে চাই পবিত্রতা । শান্তি তো আছে শান্তিধামে সুখধামে । নিরাকারী দুনিয়াতে বা বিদেহি স্বর্গে । এটাও বুঝতে হবে । শান্তি স্থাপন কে করেন ? তোমরা ডাকোও
যে এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো । এটা কে বোঝায় ? দুজনে একত্র আছেন তাই না ! দুজনের নাম নাও, অথবা একজনের । বাচ্চা হল বাদশাহ(ব্রহ্মা বাবা) আর পূর্বপুরুষ(শিববাবা) হলেন মন্ত্রী। তোমরা কি ভাবো ? বিচার সাগর মন্থন কে করে ? শিববাবা করবেন না ব্রহ্মা ? দুজনেই তো একত্র আছেন তাই না । এই কথা গুড় জানে আর গুড়ের পুঁটুলি জানে । তোমরা বুঝতে পারো না যে কে নির্দেশ দিচ্ছেন চিত্র বানানোর আর বোঝানোর জন্য । আমরা যে রুহানি সেবা করছি তাও নাটক অনুসারে । পড়ে এবং পড়ায় যে সে কখনও লুকিয়ে থাকতে পারে না । হ্যাঁ, তুফান তো অবশ্যই আসবে । এই ৫ বিকারই বিরক্ত করে । রাবণরাজ্যে বুদ্ধি ভুল কাজই করায় কারণ বুদ্ধিতে তালা লেগে যায় । মায়া সবাইকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে । জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন এখন প্রাপ্ত হয়েছে । বাবা বসে বোঝান তোমরা ভারতবাসীরা কি হয়ে পড়েছো । এটা ব্রহ্মাও বোঝেন যে আমি কি ছিলাম আর ৮৪ জন্ম পরে কি হই । ভারতে ৮৪ জন্ম এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরই গুনবে । বাবাও এখানেই এসেছেন । শিব জয়ন্তীও ভারতেই হয় । বাবা বলেন আমি পতিত শরীরে প্রবেশ করে পতিত দুনিয়াতেই আসি । পয়লা নম্বর পাবন আবার পয়লা নম্বর পতিত। এই সময় পতিত তো সকলে আছে তাই না । সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সারাদিন এই জ্ঞানই থাকে । বাবা বলেন -- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক তো পবিত্র থাকো আর বাবাকে স্মরণ করো । সৎসঙ্গও সকালে আর বিকালে হয় । দিনের বেলায় তো ব্যবহারেতে থাকে, ভক্তি করে । কেউ এর পুজা করে, কেউ অন্য কারো । বাস্তবে স্ত্রীকে তো বলে পতিই তোমার সবকিছু তাই ওঁদের তো অন্য কারো পুজা করার দরকার নেই । পতিকেই গুরু ঈশ্বর বলা হয় । কিন্তু এটা

বিকারির ক্ষেত্রে থোড়াই বলা হতে পারে । পতিরও পতি, গুরুরও গুরু হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা সকলে হলে কনে (bride) , আর একজনই হলেন পাত্র (Bridegroom)। ওরা আবার পতিকে ভেবে নেয় । বস্তবে বাবা তো এসে মাতাদের অনেক উঁচুতে বসান । গাওয়াও হয়ে থাকে প্রথমে লক্ষ্মী, পরে নারায়ণ । লক্ষ্মীর সম্মান বেশী । তো স্বর্গের মালিক হওয়ার কত নেশা থাকা দরকার, কল্প আগেও শিবজয়ন্তী পালন হয়েছিল । বাবা এসেছিলেন স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন । বাবা এসে রাজযোগ শেখান । আমরা রাজ্যও নিই আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশও
হয় । আর কারো বুদ্ধিতে এই কথা থাকতে পারে না । বুদ্ধিতে এইসব কথা ধারণ থাকলে তবে খুশীতে থাকবে । সাহস আর উদ্যম চাই । বলার অভ্যাস করতে হয়, ব্যারিস্টারও অভ্যাস করলে খুব ভালো তৈরী হয়ে ওঠে । ক্রম অনুসারে তো হয়েই থাকে । প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী তো হয়ই । বাচ্চাদের অবস্থাও এরকম হয় । বাচ্চাদের মধ্যেও তো মিষ্টতা অনেক চাই । মধুরতা আর স্পষ্ট শব্দ প্রয়োগে কথা বললে প্রভাব অনেক পড়বে । তো শান্তি স্থাপন করবার জন্য এক বাবা-ই আছেন, ডাকেও ওনাকেই । বাবা বলেন আমাকে উপহার কি দেবে ! আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের উপহার দিই । তোমরা শান্তি, সমৃদ্ধি স্থাপন করো সত্যতার । কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত । পরে অবশ্যই সকলের উপরে প্রভাব পড়বে । লোকে এটা বোঝে যে বি.কে. রা কামাল করছে । দিনে দিনে পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে । কারো কাছে বেশী ধন থাকলে বাড়িতেও ভালো -ভালো পাথরের বসায় । তোমরাও যত বেশী শিখতে থাকবে চিত্র ইত্যাদিও জাঁকজমক হতে থাকবে । সবকিছুতে সময় লাগে । এ তো অনেক বড় পরীক্ষা । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । ব্যাস আর কারো সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কি করে হবো, এই যুক্তি বাবা বসে বোঝান । গীতাতেও আছে -- মন্মনাভব । কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারে না । এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা জানে-- আধাকল্প হল ভক্তি, আধাকল্প হল জ্ঞান । সত্যযুগ ত্রেতাতে ভক্তি হয় । জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত । মানবেরই দিন আর রাত হয় । এটা হল বেহদের কথা । ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাত । দিনের দিকে তাকিয়ে দেখো -- লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী তাই না ! এখন হল রাত । এই ধাঁধা কতও কত সুন্দর । ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর লাগে । ৮৪ জন্ম নেয় তাই না । তোমরা বলবে আমরাই সেই দেবতা হই । এটা তো বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে । সৃষ্টিচক্র বুদ্ধিতে থাকা দরকার । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে
খুব খুশী হওয়া দরকার । এটা হল মূল লক্ষ্য । আমরা রাজযোগ শিখছি -- নর থকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজা ছিলেন । ওখানে থোড়াই বসে গীতা শোনাবেন । কত ভুল আছে । এই ভুল বাবা ছাড়া কেউ সংশোধন করতে পারে না । এটা তো তোমরা বাচ্চারাই জানো আর তো সবাই বিষয় সাগরে ডুবতে থাকে। অনেককে মায়া একদম গলা ধরে নর্দমায় ফেলে দেয়। বাবা বলেন-- নর্দমায় পোড়ো না । তাহলে অনেক পস্তাতে হবে । পস্তাতে না হয় এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন । অনেকে প্রচুর উৎসাহ আসে, তাড়াতাড়ি মেনে নেয় । কেউ লেখে বাবা আগের থেকেই পাকা কথা হয়ে আছে । এখন কি করি । বাবা বলেন -- তোমরা কামাল করে দেখাও । তাকে প্রথম থেকেই বলে দাও, তোমাকে পতির আজ্ঞা অনুসারে চলতে হবে । এটা গ্যারান্টি দিতে হবে যে আমরা পবিত্র থাকবো । প্রথম থেকেই লিখে দিক, যা আমি বলব তা-ই মানবে । লিখিয়ে নাও তো আর কোনো সমস্যা নেই । কন্যা তো লেখাতে পারবে না । ওঁদের পুরুষার্থ করা উচিত যে আমরা বিয়ে করব না । কন্যাদের তো অনেক বেশী সাবধান থাকতে হবে । আচ্ছা ।

বাবা বলেন তোমরা আমাকে কি ভেবেছ, যে বলো হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও, কি এটাই আমার একমাত্র কাজ নাকি ! বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে মজা করছেন । তোমরা ডাকো বাবা আমরা পতিত হয়ে গেছি, এসে পবিত্র বানাও । বাবা অন্য দেশে আসেন । এটা তো হল পতিত দুনিয়া, তাই না ! আমাকে এনার(ব্রহ্মার)মধ্যে প্রবেশ করে পবিত্র বানাতে হয় । ইনি তো আবার এসে পবিত্র শরীর নেবেন । আমার ভাগ্যে তো এটাও নেই । আমাকে পতিত শরীরেই আসতে হয়। এই জ্ঞান শুনে অনেকের খুব আনন্দ হয় । এটা জ্ঞান কত উচ্চ । তো পুরুষার্থও পুরো করা প্রয়োজন । ভালো পুরুষার্থীর নাম তো বাবা গায়ন করে থাকেন । মানুষ তো এই আনন্দেই যেন স্বর্গে আছি । এখানে তো অনেক কিছু সহ্য করতে হয় । বাবা যেখানেই খাওয়াক, পড়াক, বসাক -- প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । আচ্ছা--

মিষ্টি-মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) স্মরণ শিববাবাকে করতে হবে, অনুসরণ ব্রহ্মা বাবাকে করতে হবে । ব্রহ্মা বাবার সমান উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে । ঈশ্বরীয় নেশাতে থাকতে হবে ।
২) তমোপ্রধান থকে সতোপ্রধান হতে হবে, বাকি কোনো কথার পরোয়া করবে না । প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে ।

বরদানঃ- বালক ও মালিক ভাবের স্মৃতি দ্বারা সর্ব খাজানার অধিকারী, প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব ।

আমরা হলাম বাবার সর্ব খাজানার বালক তথা মালিক , স্বাভাবিক যোগী, স্বাভাবিক স্বরাজ্য অধিকারী । এই স্মৃতির দ্বারা সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন হও । এই গীত সদা গাইতে থাকো যে "যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি" । হারালে-পেলে, হারালে-পেলে এই খেলা কোরো না । আমি পাচ্ছি, আমি পাচ্ছি -- এটা অধিকারী আত্মার বোল হবে না । যে সম্পন্ন বাবার বালক, সাগরের সন্তান, সে চাকরের সমান পরিশ্রম করতে পারে না ।

স্লোগানঃ- যোগবল দ্বারা কর্মভোগের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা -- এটাই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ।